ইত্তেফাক

তারিখ ... 23/7/83 ...

90

দুই ধারার পাঠক্রম চালু সংক্রান্ত নির্দেশ স্কুলগুলি এখনও পায় নাই

পক্ষকাল পূর্বে দুই ধারার পাঠক্রম চালুর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কথা ঘোষণা করা হইলেও এখনও পর্যন্ত মাধ্যমিক স্কুলগুলি এ ব্যাপারে কোন সরকারী নির্দেশ পায় নাই।

এনার খবরে বলা হয়, রাজধানী ঢাকা নগরীর প্রায় দুইজন হাইস্কুলের হেড মাষ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া জানা গিয়াছে যে, তাঁহারা এখনও দুই-ধারার পাঠক্রম চালুর ব্যাপারে কোন সরকারী নির্দেশ পান নাই। ফলে শিক্ষাবর্ষের ৬ মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা নৈর্বাচনিক-বিষয়গুলিতে শিক্ষাদানে অসুবিধার সম্মুখীন।

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হইলে তিনি বলেন, তাহারা গত মঙ্গলবার এ ব্যাপারে একটি সার্কুলার পাইয়াছেন। শীঘ্রই বোর্ড এই সার্কুলার স্কুলগুলিতে পাঠাইবে, তবে কুমিল্লা ও যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, তাঁহারা গত বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন সার্কুলার পান নাই।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান গতকাল (শুক্রবার) বলেন, প্রয়োজনীয় নির্দেশ স্কুলসমূহে পৌছার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা হইবে। তিনি বলেন, পাঠক্রম উন্নয়ন কমিটি ইতিমধ্যে নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহের সিলেবাস

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

দুই ধারার পাঠক্রম

(১ম পৃঃ পর)

তৈরী করিয়াছে এবং শীঘ্রই স্কুলসমূহে উহা পাঠানো হইবে।

শিক্ষাবর্ষের মাঝামাঝি দিকে অভিন্ন ও এক ধারার পাঠক্রম পরিবর্তন করিয়া দ্বি-ধারার পাঠক্রম চালুর কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অভিন্ন ধারার পাঠক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। অথচ সহস্রাধিক স্কুলে ল্যাবরেটরীর কোন সুযোগ নাই। এক-ধারার পাঠক্রমে সাধারণ বিজ্ঞানকে বাধ্যতামূলক করিয়া এসএসসি পরীক্ষায় দুইশত মার্ক নির্ধারণ করা হইয়াছে। তিনি বলেন, ঐসব স্কুলে ল্যাবরেটরীর সুবিধা না থাকা ছাড়াও বিজ্ঞান শিক্ষকের স্বল্পতা ও নিম্নমান সুষ্ঠু বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রতিকূল। মন্ত্রী বলেন, মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এক-ধারার পাঠক্রম চালু করা হয়। কিন্তু ঐ সব স্কুল বিশেষ করিয়া গ্রামের স্কুলগুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সুযোগ-সুবিধার উন্নতি না হওয়ায় উহাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

মন্ত্রী বলেন, এক ধারার পাঠক্রম চালু থাকিলে উন্নত শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ একমাত্র শহরের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই লাভ করিবে। গ্রামের স্কুলগুলি এই কোর্স চালাইতে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইবে। এমনিভাবে শিক্ষার মান উন্নয়নের গোটা চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।